বিচক্ষণ স্পিকার

শামসুল হুদা চৌধুরী

(সাবেক স্পিকার,

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ)

ছাত্র জীবন থেকে আমি মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরীকে নিবিড়ভাবে চিনতাম। লম্বা চওড়া সাহসী এই যুবককে সে যুগে কেউ চিনত না। শাহ আজিজুর রহমান, জাতির জনক বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্টের প্রেসিডিয়াম সদস্য বরিশালের মরহুম নেতা মহিউদ্দীন মরহুম রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও আমি একসঙ্গে কলেজ থেকে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। কারমাইকেল হোস্টেলে থেকে তিনি যখন এম, এ পড়তেন তখন তার সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তখন দেশে মুসলিম লীগের চেতনা নিয়ে ছাত্র সমাজ রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করত। বলিষ্ঠ রাজনীতির জন্য আমরা ফজলুল কাদের চৌধুরীকে তৃতীয় বারের মত কারমাইকেল হোস্টেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করি। তিনি তখন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিকে কলকাতার রাজনীতিতে তিনি বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন ২য় মহাযুদ্ধ চলছিল। এই সময় তিনি চট্টগ্রামে ব্যবসা ও রাজনীতিতে মনোযোগ দেন। ১৯৫০-৫১ সালে আমি যখন চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম তিনি তখন চট্টগ্রাম জেলা বোর্ডের নির্বাচিত চেয়ারম্যান। এর পরেই চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। এই সময় ফজলুল কাদের চৌধুরী চট্টগ্রামে দাঙ্গাসহ বিভিন্ন বিষয় তদন্ত করে দেখছেন। এর পরের রাজনীতি সম্পর্কে সবাইর জানা। তিনি পাকিস্তান সংসদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। একজন বিচক্ষণ স্পিকার ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা বিস্তারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে তিনি ভূয়সী ভূমিকা রাখেন। আমি এই বলিষ্ঠ নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজানাই।